কলিকাতা হাইকোর্টে

সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার এ আপিল বিভাগ

উপস্থিতিঃমাননীয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন এবং মাননীয় বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস

২০২২ সালের এফএমএ ১২৩৩ সঙ্গে ২০২২ সালের ১ সি.এ.এন.

এসটিপি লিমিটেড
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী উৎপল বসু, সিনিয়র অ্যাডভোকেট

শ্রী হাসনুহানা চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট।

শ্রীমতি সরোজ তুলসিয়ান, অ্যাডভোকেট

রায়দান এর তারিখ : ২৩. ১২. ২০২২

উপস্থিতি: প্রসেনজিৎ বিশ্বাস বিচারপতি:

এর আগে ২৫।১১।২০২২ তারিখে এই আদালতের পক্ষ থেকে জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিবাদী কে অনুলিপি প্রদান এর হলফনামা জারি করা সত্তেও মামলার শুনানির সময় আদালতে হাজিরা দেওয়ার উদ্যোগ ছিল না।

অনুলিপি প্রদান এর হলফনামাটি রেকর্ডের সঙ্গে রাখা হোক।

আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।

২০০৮-এর ২২ নম্বর আদার সুট এর প্রেক্ষিতে হাওড়ার মাননীয় প্রথম অতিরিক্ত জেলা বিচারপতির ৬-০৭-২০২২ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক আবেদন জানানো হয়েছে।

মেমো নং ২৮৫৭-আর/এডি. ২৯. ১১. ২০০০-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ১৬. ০৪. ২০০৮ তারিখের আরবিট্রাল এ্যাওয়ার্ড আরবিট্রে টর দ্বারা প্রদত্ত নিম্ন আদালত বাতিল করে দিয়েছে।

আবেদনকারীর প্রবীণ কৌঁসুলি শ্রী উৎপল বসু আমাদের সামনে অভিযোগ করেন যে, নিম্ন আদালত অবৈধভাবে এবং বস্তুগত অনিয়মের মাধ্যমে এই আদেশ জারি করেছে এবং এই রায় প্রদানের সময় আইন দ্বারা তাঁর উপর ন্যস্ত এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মাননিয় কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, ২০১৫ সালের বাণিজ্যিক আদালত আইন অনুসারে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ একটি বাণিজ্যিক বিবাদ এবং এই আইনের ২ (১) ধারার আওতায় বাণিজ্যিক বিরোধের সঙ্গে জড়িত মামলাটির বিচার, নিষ্পত্তি ও শুনানির জন্য নিম্ন আদালতের এক্তিয়ার নেই।

শুনানির সময় মাননীয় কাউন্সেল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২৮ জুন, ২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ১৯৭-জে, বিচার বিভাগ, রাইটার্স বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০০১-এর বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা রাজারহাটের বাণিজ্যিক আদালতের এক্তিয়ারের স্থানীয় সীমার বিষয়ে প্রতিফলিত করে,যার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, হুগলী এবং হাওড়া জেলার এলাকাগুলি অন্তর্ভুক্ত ।

আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত মাননীয় আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী, এই বিরোধিতআদেশ এক্তিয়ারের বাইরে, মন্দ আইন এবং খারিজ করা হোক। মাননীয় কাউন্সেলের মতে, বর্তমান মামলাটি বাণিজ্যিক আদালতে বিচার্য একটি বাণিজ্যিক মামলা এবং এই মামলায় জড়িত বাণিজ্যিক বিরোধের বিষয়বস্তু এই আইনের ২ (১) (সি) ধারায় বাণিজ্যিক বিরোধের সংজ্ঞার আওতাভুক্ত।

আমরা বিজ্ঞ আইনজীবী র পেশ করা বক্তব্য অত্যন্ত চিন্তার সঙ্গে বিবেচনা করেছি।এই আদেশ এবং অন্যান্য নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে।

বিবেচনার জন্য উদ্ভূত বিষয়গুলির সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট ধারাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইনের উদ্দেশ্য বোঝা জরুরি।বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫ উচ্চ-মূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধগুলির,যেখানে জটিল তথ্য এবং আইনি প্রস্ন আছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি স্বাধীন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়।

২০১৫-র আইনে বাণিজ্যিক বিরোধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যে মামলাটি জেলা আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে রয়েছে সেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আদালত এবং হাইকোর্টের এক্তিয়ারের মধ্যে থাকলে বাণিজ্যিক বিভাগের দ্বারা বিচার করা প্রয়োজন।এই আইনের ২ (১) ধারায় বাণিজ্যিক বিরোধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৬'র ২৮শে জুন থেকে রাজারহাটের বাণিজ্যিক আদালতের এক্তিয়ারে হাওড়া জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিজ্ঞপ্তি নং ১৯৭-জে জারির পর নিম্ন আদালত ২০২২'র ৬ই জুলাই এই রায় দেয়

২০১৫-র আইনের ১৫ নম্বর ধারায় নিম্নরূপ সংস্থান রয়েছে: -

১৫ নম্বর ধারাঃ-বকেয়া মামলাগুলির স্থানান্তর।

(১) যে হাইকোর্টে কমার্শিয়াল ডিভিশন গঠিত হয়েছে, সেই হাইকোর্টে নির্দিষ্ট মূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধ সংক্রান্ত ১৯৯৬ সালের (১৯৯৬ সালের ২৬ নং আইন) আরবিট্রেশন

অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট-এর অধীন আবেদনসহ সকল মামলা ও আবেদনপত্র বাণিজ্যিক বিভাগে স্থানান্তরিত হবে।

(২) যে সকল জেলা বা এলাকায় বাণিজ্যিক আদালত গঠিত হয়েছে, সেই সকল জেলা বা এলাকার দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন নির্দিষ্ট মূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধ সংক্রান্ত ১৯৯৬ সালের সালিশি ও সমঝোতা আইন (১৯৯৬-এর ২৬ নং আইন)-এর অধীন আবেদনগুলি সহ সমস্ত মামলা ও আবেদনগুলি ঐ ধরনের বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরিত হবেঃ

তবে এই শর্ত যেন থাকে যে, বাণিজ্যিক বিভাগ বা বাণিজ্যিক আদালত গঠনের পূর্বে আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত রায় সংরক্ষিত থাকলে উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন মামলা বা আবেদন হস্তান্তর করা যাবে না।

২০১৫-র আইনের ১৫ (২) ধারা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৬-র সালিশি ও সমঝতা আইনের আওতায় এবং নির্দিষ্ট মূল্যের বাণিজ্যিক বিবাদ সংক্রান্ত আবেদন সহ সমস্ত মামলা ও আবেদনগুলি জেলা বা এলাকার যে সকল দেওয়ানি আদালতে বকেয়া রয়েছে, সেগুলিকে বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরিত করা হবে,শুধু মাত্র সে সব মামলা ছাড়া যার রায় সংরক্ষণ করে রাখা আছে।

১৫ ধারায় এমন একটি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যার মাধ্যমে ১৯৯৬ সালের আইন দ্বারা পরিচালিত কোনও মামলা বা কার্যধারা যা ২০১৫ সালের আইনের অর্থের মধ্যে কোনও বাণিজ্যিক বিরোধের সাথে জড়িত এবং ২০১৫ সালের আইনের অধীনে নির্দিষ্ট মূল্যের, তা বিবেচনার জন্য বাণিজ্যিক বিভাগ বা বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরিত করতে হবে।তবে, যেসব বিষয় ২০১৫-র আইনের ১৫ ধারার আওতায় আসে এবং চূড়ান্ত রায় সংরক্ষিত থাকে, সেক্ষেত্রে এই ধরনের মামলা বা কার্যধারা বাণিজ্যিক বিভাগ বা বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তর করা যাবে না।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের আইনের অধীনে নিয়মিত আদালতে বিচারাধীন মামলা এবং আবেদনগুলি ২০১৫ সালের আইনের ধারা ১৫ এর অধীনে নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করলে বাণিজ্যিক বিভাগ বা বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তর করতে হবে।১৯৯৬ সালের আইনের অধীনে কোনও মামলা বা আবেদনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বিভাগ বা বাণিজ্যিক আদালতে দুটি প্রবেশপথের ব্যবস্থা করা হয়েছে।১৯৯৬ সালের আইন দ্বারা পরিচালিত কোনও মামলা বা আবেদন বাণিজ্যিক আদালত বা, বাণিজ্যিক বিভাগের কাছে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে, হয় আদালত নিজেই এই জাতীয় মামলা দায়ের করে বা ১৯৯৬ সালের আইনের অধীনে আবেদন করে বা মামলার পক্ষগুলি বা ১৯৯৬ সালের আইনের অধীনে আবেদন করে।

২ (১) (i) ধারা অনুযায়ী, বাণিজ্যিক বিরোধের ক্ষেত্রে ‘নির্দিষ্ট মূল্য’ বলতে কোনও মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর মূল্য বোঝায়, যা ধারা ১২ অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং তার মুল্য তিন লক্ষ টাকা বা তার অধিক মুল্য যা কেন্দ্র সরকার দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এর পর।

এই আইনের ১২ নম্বর ধারায় নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫-র ৬ নম্বর ধারায় বাণিজ্যিক আদালতের এক্তিয়ার নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক আদালতের এক্তিয়ার = রাজ্যের সমগ্র ভূখন্ড এবং উদ্ভূত নির্দিষ্ট মূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধ সম্পর্কিত সমস্ত মামলা ও আবেদনগুলির বিচার করার এক্তিয়ার বাণিজ্যিক আদালতের থাকবে।

বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫-র ১০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫-র আওতায় গঠিত আদালতগুলির সালিশি সংক্রান্ত বিষয়ে এক্তিয়ার থাকবে।

এই আইনের ১০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছেঃ

১০. সালিস সংক্রান্ত বিষয়গুলির এক্তিয়ার। যেক্ষেত্রে সালিসের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট মূল্যের বাণিজ্যিক বিরোধ এবং

(১) যদি এই ধরনের সালিশি একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি হয়, এবং হলে সালিশি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬-এর ২৬ নং আইন)-এর বিধান অনুযায়ী এই ধরনের সালিশি থেকে উদ্ভূত সমস্ত আবেদন বা আপীল, যেগুলি হাইকোর্টে দাখিল করা হয়েছে, সেগুলির শুনানি ও নিষ্পত্তি করবে বাণিজ্যিক বিভাগ, যেখানে এই ধরনের বাণিজ্যিক বিভাগ গঠিত উচ্চ আদালত এ গঠিত হয়েছে।

(২) যদি এই ধরনের সালিশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি ব্যতীত অন্য কোন সালিশি ব্যবস্থা হয়ে থাকে, তা হলে আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬ (১৯৯৬-এর ২৬ নং আইন)-এর বিধান অনুযায়ী হাইকোর্টের মূল পক্ষের দায়ের করা সকল আবেদন বা আপীল ঐ হাইকোর্টে গঠিত বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক শুনানী ও নিষ্পত্তি করা হবে।

(৩) যদি এই ধরনের সালিশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি ছাড়া অন্য কোন সালিশি ব্যবস্থা হয়ে থাকে, তা হলে আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬ (১৯৯৬-এর ২৬ নং আইন)-এর বিধান অনুযায়ী এই ধরনের সালিশি ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সমস্ত আবেদন বা আপীল, যা সাধারণভাবে কোন জেলার (হাইকোর্ট নয়) মূল এক্তিয়ারের যে কোনও প্রধান দেওয়ানি আদালতে পেশ করা হবে, সেই সালিশি ব্যবস্থার উপর আঞ্চলিক এক্তিয়ারসম্পন্ন বাণিজ্যিক আদালত যেখানে এই ধরনের বাণিজ্যিক আদালত গঠন করা হয়েছে, সেখানে দাখিল করতে হবে এবং তার শুনানি ও নিষ্পত্তি করতে হবে।

বাণিজ্যিক আদালত আইনের ৬, ১০ এবং ১৫ ধারা পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, এই আইনের আওতায় গঠিত আদালতগুলির মামলা বা আবেদনের বিচার করার এক্তিয়ার থাকবে। তবে, (১) এটি বাণিজ্যিক বিরোধের সাথে সম্পর্কিত এবং (২) এর একটি নির্দিষ্ট

মূল্য রয়েছে।অন্য কথায়, যে বিবাদ এই দুটি শর্ত পূরণ করে না, তা বাণিজ্যিক আদালত গ্রহণ করতে পারে না।

আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্টের ৩৪ নম্বর ধারার আওতায় দাখিল করা প্রত্যেকটি আবেদন বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০১৫-র ১৫ (২) নম্বর ধারার আওতায় বাণিজ্যিক আদালতে হস্তান্তর করা যাবে না এবং কেবলমাত্র সেইসব আবেদনগুলো হস্তান্তর করা হবে যা নির্দিষ্ট মুল্যের বাণিজ্যিক বিবাদ।

এমনকি হাওড়া জেলার জন্য একটি বাণিজ্যিক আদালত গঠনের পরেও, নির্দিষ্ট মূল্যের অধীনে বাণিজ্যিক বিরোধগুলির রায় নিম্ন আদালত দ্বারা দেওয়া হয়েছিল যা এক্তিয়ার ছাড়াই বন্ধ রয়েছে।

এই আইনের ২ (১) (সি) ধারার আওতায় 'বাণিজ্যিক বিরোধ'-কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

২০১৫ সালের আইনের ১৫ নম্বর ধারার ২ নম্বর উপ-ধারার আওতায় মামলাটি বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তর করা হয়নি।এই মামলার কোনও পক্ষই বর্তমান মামলাটি দেওয়ানি আদালতের দ্বারস্থ হয়নি যাতে নিয়মিত আদালত থেকে এই মামলাটি প্রত্যাহার করে বিচারের জন্য বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তর করা হয়।যদিও এই আবেদন গ্রহণ করা হয়নি যে নিম্ন আদালতে অন্তর্নিহিত এক্তিয়ারের অভাব রয়েছে, তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপিল পর্যায়ে এই জাতীয় আবেদন গ্রহণ করার জন্য আবেদনকারীর পক্ষে কোনও বাধা নেই।যেহেতু, বর্তমান মামলাটি ২০১৫ সালের আইনের অর্থের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক বিরোধের সঙ্গে জড়িত এবং বাণিজ্যিক আদালতে বিচার করা হবে।বিষয়বস্তুর উপর এক্তিয়ার ছাড়াই বা অন্যান্য কারণে আদালতের দ্বারা প্রদত্ত কোনও আদেশ যা তার প্রয়োগ বা এক্তিয়ারের মূলে যায়, তার অন্তর্নিহিত এক্তিয়ারের অভাব রয়েছে।

এক্তিয়ারের ত্রুটিটি এমন একটি আদেশ প্রদানের জন্য আদালতের কর্তৃত্বের উপর আঘাত করে যা মামলাকারী সম্মতি বা দাবিত্যাগ এর মাধ্যমে নিরাময় করা যায় না।সুতরাং, বর্তমান মামলাটি শুনানির জন্য বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তর করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধকে একটি 'বাণিজ্যিক বিরোধ' হিসাবে বিবেচনা করতে কোনও দ্বিধা বোধ করে না, আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্টের ৩৪ ধারার অধীনে আবেদনকারীর দায়ের করা আবেদনের বিচার করার ক্ষেত্রে নিম্ন আদালত ভুল করেছে।

সংশ্লিষ্ট তথ্য ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি যে, ২০১৫-র আইন অনুযায়ী পুনরায় শুনানির জন্য বিষয়টি রাজারহাটের বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়ে নিম্ন আদালতের কাছে হস্তান্তর করা প্রয়োজন।

সেই অনুযায়ী আপিলের অনুমতি দেওয়া হয়।

২০০৮-এর ২২ নম্বর আদার মামলার প্রেক্ষিতে হাওড়ার প্রথম আদালতের অতিরিক্ত জেলা বিচারপতির ৬ জুলাই, ২০২২ তারিখের আদেশটি বাতিল করা হল।

হাওড়ার প্রথম অতিরিক্ত জেলা জজকে অবিলম্বে রাজারহাটের বাণিজ্যিক আদালতে মামলার নথিপত্র স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজারহাটের বাণিজ্যিক আদালতকে বিষয়টি নতুনভাবে শুনানির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আদেশ জ্ঞাপন এর এক মাসের মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব আইন অনুযায়ী নতুন করে রায় ঘোষণা করে মামলাটি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে প্রয়োজনীয় বিধি সমাপন এর পর সব পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

আমি একমত।

(হরিশ ট্যান্ডন, জে)
(প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, জে)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.